সাময়িক পত্রপত্রিকা - PRESS

প্রাক বৃটিশ ভারতবর্ষে মুদ্রন যন্ত্র ছিল না। ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ জেসুইটরা প্রথম ভারতবর্ষে মুদ্রন যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ ছাপানোর জন্য। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের আগে সংবাদপত্র বা পত্রিকা ভারতীয় সমাজজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। মুঘলদের সময় পান্ডুলিপির আকারে হাতে লেখা সংবাদ পত্র বেরোত। সম্রাট প্রতিটি প্রাদেশিক কেন্দ্রে Waquia Navis প্রেরন করতেন যার কাজ ছিল সংবাদ সংগ্রহ করা এবং Sawanili Navisএর কাজ ছিল সংবাদ গুলিকে একত্রিত করে সংবাদপত্র তৈরি করা। এছাড়াও বণিকেরা তাদের ব্যক্তিগত সাংবাদিক নিয়োগ করতেন যারা বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করত। কিন্তু এই হাতে লেখা সংবাদপত্রগুলি খুব কম সংখ্যক মানুষের কাছেই পৌঁছাত।

২.২ সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারতবর্ষে মুদ্রন যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত হলে তাঁরই প্রেরনায় শুরু হয় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা। হেস্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল একটি প্রাচ্যবাদী চাকুরীজীবী অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করা যাদের ভারতীয় ভাষায় দক্ষতা থাকবে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল হবে। এই সময় ভারতীয় ভাষায় সরকারি নথিপত্র প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন হেস্টিংস। তাঁরই প্রয়াসে কলকাতায় ছাপা এবং প্রকাশনার কাজ শুরু হয়। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স বাংলা হরফ তৈরির কাজ শেষ করেন এবং ভারতবর্ষে প্রথম প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। হলহেডের গ্রামার বাংলার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উইলকিন্সের সরকারি প্রেসের মাধ্যমে হেস্টিংস সমস্ত সরকারি নথিপত্র ছাপাতেন।

Scanned with CamScanner

১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে জেমস অগাস্টাস হিকি 'বেঙ্গল গেজেট' নামে ইংরিজিতে প্রথম দু পাতার একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার বেশি অংশে থাকত বিজ্ঞাপন। অন্য অংশে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মিশনারীদের সমালোচনা। সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বাধীন মত প্রকাশের প্রচেষ্টা করে হিকি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। হিকির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি।

লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি ছাপাখানার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কাগজ চালু করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কলকাতায় খবরের কাগাজের প্রথম আত্মপ্রকাশের দিন থেকে সরকারের এটাই ছিল রাজনৈতিক কৌশল। হিকির গেজেটের প্রকাশের কিছু মাস পরে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে লবণের গোলাদার পিটার রীড এবং বি.মেসিঙ্কের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার দ্বিতীয় কাগজ 'ইন্ডিয়া গেজেট'। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি কাগজ 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশিত হয়। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় "ক্যালকাটা ক্রনিকল।"

ওয়েলেসলী ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে সংবাদপত্র দমনের আইন জারী করলেন। সম্পাদকদের কাগজে মুদ্রাকর এবং প্রকাশকদের নাম দিতে হত। সম্পাদক এবং কাগজের মালিককে নাম ঠিকানা ছাড়াও তাদের সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সরকারকে সরবরাহ করতে হত। সেন্সারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়েই তবে কাগজ ছাপা যাবে। এই নির্দেশ পালনে কোন শৈথিল্য দেখালেই তার অবধারিত শাস্তি দেশান্তর। সংবাদ ছাপার ক্ষেত্রেও নানাবিধ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জে.সি . মার্শম্যান লিখেছেন কলকাতার সংবাদপত্রের অনেক কলম তখন তারকাখচিত হয়ে বের হত। সেন্সার যেখানে কলম চালাত সেই শূন্যস্থান গুলি আর পূরণ করা সম্ভব হত না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। মুদ্রন শুরু হওয়ার সুচনা থেকেই ইংরাজিতে পত্র পত্রিকা ছাপা হত। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোন পত্রিকা ছাপা হয়নি। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয় 'দিক্‌দর্শন' এপ্রিল মাসে এবং তারপরে মে মাসে প্রকাশ হয় সমাচার দর্পন। (২৩ মে ১৮১৮) জে.সি. মার্শম্যান ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। মার্শম্যানের নেতৃত্বে বাঙালী পন্ডিতরা সংবাদপত্রটি সম্পাদনায় অংশ নিতেন।

বেন্টিঙ্কের শাসনকালের আগে পর্যন্ত সমাচার দর্পন বাংলাতেই ছাপা হত। কিন্তু পাশ্চাত্যবাদী চিন্তাধারার আধিপত্য এবং বেন্টিঙ্কের ইংরেজির উপর গুরুত্ব আরোপের প্রবণতার ফলে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মার্শম্যান পত্রিকাটি বাংলায় এবং ইংরাজি উভয় ভাষাতে প্রকাশ করতে থাকেন। David Kopf এর মতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সমাচার দর্পন আদতে ছিল একটি ইংরেজি পত্রিকার বাংলা অনুবাদ। সমাচার দর্পনে আন্তজার্তিক ঘটনাবলীর বিবরণ, আঞ্চলিক সংবাদ ছাড়াও জাহাজের খবর, পুলিস রিপোর্ট, বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট এবং বিজ্ঞাপন ছাপা হত। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত এই সংবাদপত্রটি কলকাতার শিক্ষিত অভিজাতদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। শ্রীরামপুর মিশনের থেকে প্রকাশিত হয় ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া। সুতরাং সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে মিশানারিদের নেতৃত্ব সর্বস্বীকার্য।

সমাচার দর্পনে জনপ্রিয়তা বাঙালীদের সংবাদপত্র প্রকাশনায় আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। সমসাময়িক কালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গল গেজেট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের ভুমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় 'সংবাদ কৌমুদি'। সংবাদ কৌমুদির মাধ্যম রামমোহন সংবাদ পরিবেশনে এবং সম্পাদকীয়তে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। " Brahmmanical Magazine" এর মাধ্যমে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন তাঁর একেশ্বরবাদের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি বাংলা এবং ইংরাজিতে ছাপা হত। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ফাসীর্তে Mirat ul Akhbar। জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার মুখপত্র ছিল এই সংবাদপত্রগুলি।

হিন্দুরক্ষণশীলদের মুখপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" প্রথম প্রকাশিত হয় ৫ মার্চ ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদক তার প্রকাশিত চন্দ্রিকার সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা চন্দ্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

Scanned with CamScanner

উনিশ শতকের বাংলায় সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনায় যে বিভিন্ন মত ছিল তার প্রকাশ ঘটত সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে। শ্রীরামপুর মিশনের সমাচার দর্পন যেমন কুসংস্কার, সতীদাহ, পুরীর রথযাত্রা, নরবলি বা অভিজাত সমাজের অলস আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাত্রা ইত্যাদি সংবাদ খুব বিষদভাবে বর্ণনা করে ছাপাত, তেমনি আবার অন্য দিকে কলকাতার ইংরেজদের প্রচেষ্টায় যে শিক্ষার বিস্তার এবং বৌদ্ধিক চর্চা হয়েছিল তা নিয়ে সপ্রশংস আলোচনা থাকত।

সংবাদ কৌমুদি রক্ষণশীলাতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। কৌমুদির সম্পাদকীয়তে নিয়মিত নতুন শিক্ষানীতির স্বপক্ষে আলোচনা থাকত। জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সতী ইত্যাদির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হত। কৌমুদি প্রথম থেকে ভারতীয়দের অধিকার এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন ছিল। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় করণ নিয়ে একটি লেখা বেরোয়। যেখানে দর্পন ভারতীয়দের কাছে ভারতীয়দের বর্বরতা তুলে ধরতে চেষ্টা করত, সেখানে কৌমুদির প্রয়াস ছিল ভারতীয়দের উপর ইউরোপীয়দের অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা।

চন্দ্রিকা অন্যদিকে ছিল রক্ষণশীলদের পত্রিকা। দর্পণ এবং কৌমুদির বিপরীতে চন্দ্রিকা ভারতীয় সামাজিক প্রথার সমর্থন করত। চন্দ্রিকায় সতীদাহের পক্ষে নিয়মিত লেখা হত। কিন্তু চন্দ্রিকা কলকাতার বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদারনৈতিক, জ্ঞানদীপ্ত চিন্তাধারার পরিচায়ক ছিল। চন্দ্রিকা বিভিন্ন শিক্ষানীতিকে সমর্থন করত। দর্পন এবং কৌমুদির মতই শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রসারে নিয়োজিত ছিল। Kopf-এর মতে কৌমুদি এবং চন্দ্রিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় পার্থক্য ছাড়া আর অন্য কোন তফাৎ ছিল না। Kopf-এর মতে "neither group could be classed as conservative or liberal but each looked to a different element in a newly created Hindu conscioiusness of the past"

(David Kopf, British Orientalism and Bangal Renaissance)

দ্বারকানাথ ঠাকুরও সমাচার দর্পন প্রকাশের পর সংবাদপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবং দর্পনের একজন প্রথম গ্রাহক ছিলেন। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কলকাতার থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র কিনে নেন এবং তাদের প্রকাশনা নিয়ন্ত্রন করতে থাকেন। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে নীলমনি হালদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদূত' এবং ইংরেজিতে Bengal Herald প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলায় প্রথম বুর্জোয়া প্রগতির বাহন ছিল বঙ্গদূত। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' এবং গৌরকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'সম্বাদ ভাস্কর'। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী ইংরাজিতে Enquirerএবং বাংলায় জ্ঞানান্বেষণ নামে দুটি পত্রিকা বের করেছিলেন। এর আগে ১৮৩০ ডিরোজিওর অনুপ্রেরনায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' বলে একটি পত্রিকা বের করে। এই পত্রিকায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৮৩০ খ্রিঃ জুলাই বিপ্লব ইত্যাদির সমর্থনে এবং হিন্দু সমাজের বিভিন্ন কু-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন। তবে প্রাচ্যবিদ এইচ.এইচ উইলসনের সক্রিয় বিরোধিতায় পার্থেনন পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত Hindoo Patriot পত্রিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। নীলকর সহেবদের অত্যাচারের কাহিনী, নীল চাষীদের দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল এই পত্রিকা। ব্রাহ্ম নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত ইন্ডিয়ান মিরর ১৮৬১ খ্রিঃ। ইংরেজি ভাষায় পত্রিকাগুলির মধ্যে কিশোরী চাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' জাতীয় চেতনার উদ্বোধন এবং বৃটিশ বিরোধী জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলার সাময়িক পত্রে জাতীয়তাবাদী মনোভাব স্পষ্টতর হয়। সোমপ্রকাশ পত্রিকা এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের সমর্থনপুষ্ট সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কলকাতা থেকে যন্ত্রে ছেপে প্রকাশ করেন। বিনয় ঘোষের মতে "সোমপ্রকাশের রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত প্রখর ছিল। বৃটিশ গর্ভনমেন্টের কর্মনীতির কঠোর সমালোচনা পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতে দেখা যেত।" *(বিনয় ঘোষ - সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ)*

সোমপ্রকাশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ঠ্য হল সাম্প্রদায়িক উদারতা ও জাতীয় সংহতি চেতনা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বিভেদ নীতির ফলে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রাদয়িক দাঙ্গা যে সামাজিক পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে সোমপ্রকাশ তার বিরোধিতা করেছে। মুসলমানদের সামাজিক সংস্কার, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঔদাসিন্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলেও তাতে কখনও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পায়নি।

Scanned with CamScanner

এক পয়সায় সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন কেশব চন্দ্র সেন ১৮৭০ খ্রিঃ। এই পত্রিকা জমিদার ও সরকারের রায়তদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও লিখত। বহু অংশ লেখা হত চলিত গদ্যে - "দরিদ্রের গর্ভমেন্টের তত তত অনুরাগ নাই। প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কেহ চেয়ে দেখে না।কিন্তু তাহাদের গায়ের রক্ত লইয়া সকলে বড় মানুষী করেন।" সুলভ সমাচারের গ্রাহক সংখ্যা পাঁচ হাজার অতিক্রম করেছিল। ১৮৭৪ খ্রিঃ বরানগরের শশীপদ বন্দোপাধ্যায়ের "ভারত শ্রমজীবী" পত্রিকাও এই সুত্রে উল্লেখযোগ্য।

১৮৮১ খ্রিঃ কেশব চন্দ্র সেন গঠন করলেন নববিধান সমাজ। এর আগে ১৮৭৮ খ্রিঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখরা। তত্ত্ব কৌমুদী ১৮৭৮-এ হয়েছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ও তার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে শিবনাথ শাস্ত্রী "মর্মদর্শী" পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৭৪)। এই সময়ের সবচেয়ে প্রগতিশীল পত্রিকা ছিল সঞ্জীবণী। কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রিঃ ১০ই ডিসেম্বর বের হয় বঙ্গবাসী। 'ব্রাহ্মধর্ম' এবং ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী এই পত্রিকা ছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র।

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে বাংলায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ঊনচল্লিশ থেকে বাষট্টি। ১৮৩৩ খ্রিঃ পর থেকেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের চাহিদাও বাড়তে থাকে। এছাড়াও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৮ সমগ্র বাংলা প্রেসিডেন্সিতে সংবাদপত্রের সার্কুলেশন ছিল প্রায় ২৩, ৮৯৩। তার মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সার্কুলেশন ছিল ১৪, ২৪২। এর থেকে বোঝা যায় যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করার ক্ষেত্রে কলকাতার প্রাধান্য ছিল এবং মফস্বলগুলি রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য কলকাতার উপর নির্ভর করত। মফস্বল থেকে পত্র পত্রিকা প্রকাশ হত তবে তাদের পাঠক সংখ্যা কমছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে যশোর থেকে প্রকাশিত হলেও পরে কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।প্রধাণত বাংলা ভাষাতেই সংবাদপত্র প্রকাশ করা হত কিন্তু হিন্দি বা ওড়িয়া ভাষাতেও পত্র প্রকাশ করা হত।

ঊনবিংশ শতকের শেষের থেকে জাতীয়তাবাদী পত্র পত্রিকার সংখ্যা বাড়তে থাকে। শিশির কুমার ঘোষ এবং মতিলাল ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৮৯১ খ্রিঃ অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পূর্ণ ভাবে ইংরেজি পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়, ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ১৮৭৯ খ্রিঃ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় The Bengalee। বেঙ্গলী ছিল উদারপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী এবং দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশিত হয় এই সময়ে। প্রথমটি শুরু করেন যোগেন্দ্রনাথ বসু। এই দুটি পত্রিকাই গোঁড়া হিন্দু মতবাদের সমর্থক ছিল। ১৮৮৫ খ্রিঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং নতুন রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সংবাদপত্রের গুরুত্ব। কংগ্রেসে চরমপন্থীদের মত প্রকাশের মাধ্যম হয় তিলকের মারাঠা এবং কেশরী।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাখর গঞ্জে অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে স্বদেশ বান্ধব সমিতি বরিশালে আন্দোলন সংগঠন করেছিল। এই সময়ে আঞ্চলিক চরমপন্থী পত্রিকা "বরিশাল হিতৈষী" প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের চরমপন্থী পর্যায়ে নতুন নেতৃত্বে আসেন বিপিনচন্দ্রপাল,হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশনের বিরুদ্ধে এই চরমপন্থীরা দেশীয় পত্রিকা "সন্ধ্যার" মধ্য দিয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করে। কিন্তু চরমপন্থীদের মধ্যে অনেকেই একটি ইংরাজি পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বের হয় "বন্দেমাতরম।"

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ১৯০৭ খ্রিঃ রমানন্দ চ্যাটার্জী শুরু করেন ইংরেজি মাসিক পত্রিকা The Modern Review। জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী মতধারার সমর্থক এই পত্রিকা সমাজিক রাজনৈতিক বিষয় ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা, বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। গান্ধীবাদী আন্দোলনের সময় বাংলায় কংগ্রেসের চিন্তাধারা প্রচারের জন্য সংবাদপত্রকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীকে সমর্থন করেছিল। ১৯২১ খ্রিঃ ২৫ ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়তে পত্রিকা অর্থনৈতিক বয়কটের প্রস্তাব দেয়। গান্ধীবাদী নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত Servant অহিংস পদ্ধতিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা ছিল Servant পত্রিকা। এই সময়ে হিন্দি দৈনিক 'ভারত মিত্র' সবচেয়ে জনপ্রিয় কাগজ।

Scanned with CamScanner

লক্ষণ নারায়ণ গারদে মারাঠী ব্রাহ্মণ ছিলেন এই কাগজের সম্পাদক। মূলচাঁদ আগরওয়ালের সম্পাদনায় প্রকাশিত বিশ্বামিত্র অসহযোগ আন্দোলনে কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের সামিল করার কথা বলে। স্বদেশীশিল্প কে পুনর্জীবিত করার জন্য বিদেশী বস্তু বয়কটের আহ্বান জানায়। বাংলা দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে আন্দবাজারের প্রকাশ ঘটেছিল ১৯২২ খ্রিঃ। কংগ্রেস সমর্থক জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ছিল এটি।

মফস্বল থেকেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হত যেগুলি কলকাতা এবং মফস্বলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করত। আশুতোষ বাগচী, দূর্গামোহন সেন সম্পাদনায় প্রকাশিত হত 'বরিশাল হিতৈষী'। হিন্দু কায়স্থ এবং পাতিয়া এস্টেটের রাজসাহী ম্যানেজার বৈকুণ্ঠ নাথ সেনের সম্পাদনায় বেরত 'চারু মিহির'। ময়মনসিংহের People's association এর মুখপত্র এই পত্রিকাটি চরমপন্থী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মোদনীপুর থেকে প্রকাশিত হত 'মেদিনীপুর হিতৈষী' এবং নিহার এবং কাঁথি থেকে প্রকাশিত নিহারের দায়িত্বে ছিলেন মধুসূদন জানা এবং মেদেনীপুর কংগ্রেসের মুখপত্র ছিল নিহার। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত The Herald কংগ্রেসের কাজকর্মের বিশেষ করে চরকা এবং গঠনমূলক কাজের সমর্থক ছিল পত্রিকাটি। বীরভুমের রামপুরহাট থেকে প্রকাশিত হত 'রাঢ় দীপিকা'।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালী মুসলমান সমাজের শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর বিকাশ বহু বিলম্বিত হওয়ায় সে সমাজে সাময়িক পত্র বা সংবাদপত্র প্রকাশ সম্ভব হয়নি। উনিশ শতকের শেষপাদে যে মুসলিম পত্র পত্রিকা দেখা গিয়েছিল তা মূলত ইসলামের মহিমা প্রচার বা ইসলামের অতীত ইতিহাস প্রচারের উদ্দেশ্যে। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সংবাদপত্র বাংলা পত্রিকার জগতে সাড়া জাগায়। ফজলুল হকের পরিকল্পিত, নজরুল ইসলাম ও মুজফফর আহমেদ সম্পাদিত 'নবযুগ সাড়া' ফেলেছিল। ১৯২১ খ্রিঃ মৌলানা আক্রাম খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল সেবক নামক দৈনিক। এই পত্রিকা খিলাফৎ ও অসহযোগের সমর্থক ছিল। কংগ্রেসের চরমপন্থী মুসলিম নেতাদের পত্রিকা The Musalman প্রকাশিত হত ২৪ পরগণা থেকে। মৌলবি মুজিবর রহমান ছিলেন এর সম্পাদক। ১৯২৭ ঢাকায় মুসলিম সমাজের বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং প্রকাশ করেন "শিখা পত্রিকা"। আবুল হোসেন, আবদুল ওদুদ ছিলেন এই গোষ্ঠীর লেখক। আক্রম খাঁর মাসিক 'মোহম্মদী মুসলিম' লীগের মুখপত্র ছিল।

বামপন্থী আন্দোলনের শুরু থেকেই সংবাদপত্র বামপন্থী চিন্তাধারার অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। ১৯২৩ সে মুরলীধর বসুর সংহতি, ১৯২৫-এ লাঙ্গল বা গণবানীর নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। মুজফফর আহমেদ, নজরুল ইসলাম, হেমন্ত সরকার, আবদুল হালিম প্রভৃতি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে গঠিত হয় Peasants and Workers' Party। নবশক্তি নামক সাপ্তাহিকে এদের কার্যকলাপ প্রকাশিত হত। পরে Congress Socialist দের দ্বারা প্রকাশিত হত ইংরেজি সাপ্তাহিক The Congress Socialist

Scanned with CamScanner